পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর
গৃহীত
নং ৬৬৬৬
স্বাক্ষর
তারিখ ৩০/০৫/২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়
পরিবেশ ভবন, জাকির হোসেন রোড, খুলশী, চট্টগ্রাম
www.doe.gov.bd

নং-২২.০২.১৫০০.১৬৫.৭৮.০০২.১৬-৭০১

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫
তারিখ------------------
২৪ মে, ২০১৮

বিষয় ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের Annual Performance Agreement (APA) প্রেরণ।

সূত্র ঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের ১৫/০৩/২০১৮ তারিখের ২২.০২.০০০০.০০৭.১৬.০০৮.১৭.২০৯ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের Annual Performance Agreement (APA) প্রস্তুতপূর্বক সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ০২(দুই) সেট।

(মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক)
পরিচালক
ফোনঃ ০৩১-২৫৬৬৬৯৬

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ পরিচালক (প্রশাসন)।

জরুরী / অতিজরুরী	
আলোচনা করুন/	
মতামতসহ নথিতে পেশ করুন	
	অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পরিচালক	প্রশাসন/মনি: ও এনঃ আইন/ পরিকল্পনা
	পরিবেশগত ছাড়পত্র/ জলঃ পরিঃ ও আন্তঃ কন
	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবঃ/ বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/ আইটি
	ঢাকা অঞ্চল/ঢাকা মহাঃ/ ঢাকা গবেষণাগার
পিডি/ ডিপিডি	কেস/সিবিএ-ইসিএ/ ওডিএস /3R প্রকল্প
	বঙ্গচুলা/ টিএনসি/ প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম
	স্টাফ অফিসার

মহাপরিচালক

উপ-পরিচালক	(প্রশাসন) / (অর্থ) / (প্রচার) / (পি সি)
সহঃ পরিচালক	(সেবা) / (কারিগরী)/(প্রচার) / পিএ
নথিতে উপস্থাপন করুন	
জরুরী পেশ করুন	
আলোচনা করুন	
২২০২	পরিচালক (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর

এবং

মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ০১, ২০১৮- জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
২	উপক্রমণিকা	৪
৩	সেকশন ১: পরিবেশ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ (Missio), কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) ও কার্যাবলি (Functions)	৫
৪	সেকশন ২: কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমুহ	৬-৯
৫	**সংযোজনী ১:** শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১০
৬	**সংযোজনী ২:** কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী ইউনিট/ শাখা এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১১
৭	**সংযোজনী ৩:** কর্মসম্পাদন লক্ষমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যালয়সমূহের উপর নির্ভরশীলতা	১২

পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department of Environment, Chittagong Metropolitan)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (০৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ ঃ

- জনস্বার্থে অবাধ ও উন্মুক্ত তথ্য ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) প্রকল্পের সহযোগিতায় ০৮ এপ্রির, ২০১৫ তারিখ থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরে পরিবেশগতম ছাড়পত্রের আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত সফটওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ১৯৫৫টি ছাড়পত্র এবং নবায়ন ইস্যু করা হয়। প্রদানকৃত অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়নের একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ প্রতিবেদন অটোমেশন সফটওয়্যার থেকে পাওয়া যায়। সফটওয়্যারের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর অধীনস্তদের কাছে পেন্ডিং নথি ও তার অগ্রগতি মনিটরিং করতে পারেন। পাশাপাশি উদ্যোক্তাগন কর্তৃক অফিসে না এসেই অনলাইনে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়নের কপি সংগ্রহ করতে পারে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে এ পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আনুমানিক ৬০৯১ কেজি নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৭৩২,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়গনস্টিক সেন্টারকে পরিবেশ ছাড়পত্রের আওতায় আনার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জুলাই, ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৩১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৯০% প্রতিষ্ঠানকে ছাড়পত্রের আওতায় আনা হয়েছে। এতে করে চট্টগ্রাম মহানগরীর চিকিৎসা বর্জ্য-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।
- তরল বজ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্বারা যাতে পরিবেশ দূষণ না করা হয় এজন্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনে শিল্প মালিকদের বাধ্য করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৯৫ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি নির্মান ও পরিচালনায় বাধ্য করা হয়েছে। ইটিপিবিহীন প্রতিষ্ঠানে ইটিপি নির্মানের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
- পরিবেশ দুষণকারী বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, পাহাড় কর্তনকারী, জলাধার ভরাটকারীদের আইনের আওতায় এনে পরিবেশ দুষনের দায়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ এর আওতায় জুলাই/২০১৭ হতে এ পর্যন্ত ১৫,৯৯,২৫০/- টাকা ক্ষতিপুরণ আরোপসহ নিয়মিত ০৫টি মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

- স্বল্প জনবল এবং গাড়িসহ অন্যান্য লজিস্টিক সার্পোটের অভাবে অভিযোগ, এনর্ফোসমেন্ট কার্যক্রম ব্যাহত;
- ইটিপি, এটিপি না থাকা এবং যথাযথভাবে ও সার্বক্ষনিক এ সকল মেশিনারেজ পরিচালনায় শিল্প উদ্যোগতাদের অনীহা;
- অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে পাহাড় কাটা পরিচালনা;
- নদী, জলাভূমি অনুমোদনবিহীন ভাবে ভরাটের প্রবণতা;
- সকল প্রকার বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- ইটিপি পরিচালনার ফলে সৃষ্ট স্লাজ ব্যবস্থাপনা;
- পলিথিনের বিকল্প সহজলভ্য না হওয়ায় এর উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন;
- চিকিৎসা বর্জ্য, ই-বর্জ্য, বিপদজ্জনক বর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাপনা করা;

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ

- চট্টগ্রাম মহানগরীর চিকিৎসা বর্জ্য-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- অনলাইন শিল্প দূষণ মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা;
- শিল্প কারখানা সমূহকে শতভাগ পরিবেশ আইনের আওতায় আনা এবং জিরো ডিসচার্জ এর লক্ষ্য অর্জন করা;
- চট্টগ্রাম মহানগরীকে পলিথিন মুক্ত করা;

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- শতকরা ৯৫ ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ইটিপি স্থাপনসহ পরিবেশ আইনের আওতায় আনা;
- চট্টগ্রাম মহানগরীর চিকিৎসা বর্জ্য-এর ৮০ ভাগ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহারের বিরূদ্ধে মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট জোরদার করা;

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারী দপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্চতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর

এবং

মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

পরিবেশ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ (Straegic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)

১.১. রূপকল্প(Vision) :

২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশ সম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

১.২. অভিলক্ষ্য (Mission):

- বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা;
- পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ;
- পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
- টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা;
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপন নিশ্চিত করা;

১.৩. কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ (Strategic objectives):

- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশগত সেবা নিশ্চিতকরণ;
- দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
- কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

১.৪ কার্যাবলি (functions)

- দূষণকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা ও প্রকল্পের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দূষণ রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে জনসচেতনতামূলক সভা/ সেমিনার আয়োজন;
- আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- দূষণ রোধকল্পে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার;
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভাগের সাথে কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর;
- ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল;
- সরকারী কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ;
- সেবা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ,

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic objectives	কার্যক্রম (Activities	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	প্রকৃত অর্জন			লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/ Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১
						২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-২০১৮	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন	৪৫	দূষণ রোধে উন্নত প্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যবহার	শিল্প কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রনে Effluent Treatment Plant (ETP) কাভারেজ	%	১০	৭৪	৮০	৮৫	৮৭	৮৬	৮৫.৫	৮৫	৮৪	৮৯	৯০
			শিল্প কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রনে Air Treatment Plant (ATP) কাভারেজ	%	৫	৮০	১০০	৭১	১০০	৯০	৮০	৭১	৭০	১০০	১০০
		দূষণকারী ব্যক্তি, শিল্প কারখানা, প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন	দূষণকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান	সংখ্যা	১৫	১৫৭	১৬০	১৭৮	১৮১	১৮০	১৭৯	১৭৮	১৭৭	১৮২	১৮৩
			পাহাড় কর্তন প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযান	সংখ্যা	২.৫	-	-	-	১৩	১২	১১	১০	০৯	১৫	১৬

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic objectives	কার্যক্রম (Activities	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	প্রকৃত অর্জন			লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/ Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১
						২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-২০১৮	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
			মোবইল কোর্ট পরিচালনা	সংখ্যা	২.৫	২০	২৫	-	২৮	২৭	২৬	২৫	২৪	৩০	৩১
		চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন	চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ ডায়গনস্টিক ল্যাব-এর সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ছাড়পত্র ও সিটি কর্পোরেশনের আওতায় আনা।	সংখ্যা	১০	১২	৫২	১০৬	১০৯	১০৮	১০৭	১০৬	১০৫	১১০	১১৫
পরিবেশগত সেবা নিশ্চিতকরণ	৩৫	দূষণ রোধ কল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	আয়োজিত সভা/ সমাবেশ/ কর্মশালা/ উদযাপিত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস	সংখ্যা	৫	৩৪	৩৬	১৭	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	২১	২২
			প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার	সংখ্যা	৫	৪০	৩৮	১০৫	৫৩	৫২	৫১	৫০	৪৯	৫৫	৫৭
		আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান	প্রদানকৃত অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র	সংখ্যা	৫	১২৬	১৩৫	১২১	১২৪	১২৩	১২২	১২১	১২০	১২৫	১২৭
			প্রদানকৃত অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন	সংখ্যা	১৫	৪৮০	৫০০	৫১১	৫৫৩	৫৫২	৫৫১	৫৫০	৫৪৯	৫৫৫	৫৬০

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic objectives	কার্যক্রম (Activities	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	প্রকৃত অর্জন			লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/ Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১
						২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-২০১৮	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
		পরিবেশগত বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৫	৮৭	৯২	৯৪	৯৬	৯৫	৯৪.৫	৯৪	৯৩	৯৭	৯৮

আমি, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর নিকট অঙ্গিকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

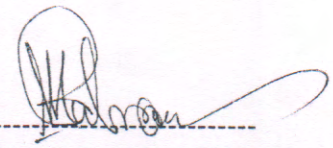

পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর

20/5/2026
তারিখ

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

20 মে ২০২৬
তারিখ

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

S.N.	Acronym	Description
1	ATP	Air Treatment Plant
2	APA	Annual Performance Agreement
3	CAMS	Continuous Air Monitoring Station
4	ETP	Effluent Treatment Plant
5	ODP	Ozone Depleting Potential

সংযোজনী-২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী অফিস এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

ক্রমিক নম্বর	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধরণ মন্তব্য
০১.	শিল্প কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণে Effluent Treatment Plant (ETP) কাভারেজ	Effluent Treatment Plant (ETP) বা ইটিপি হচ্ছে সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও পরিক্ষীত প্রযুক্তি যার মাধ্যমে অযাচিত, বিষাক্ত ও বিপদজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্য থেকে অপসারণ করা যায় যা দূষণ নিয়ন্ত্রণের মানদন্ড পূরণ করে।	পরিবেশ অধিদপ্তর	মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য/ পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	-
০২.	দূষণকারীদের বিরূদ্ধে পরিচালিত অভিযান/ পাহাড় কর্তন প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযান/মোবাইল কোর্ট	দূষণকারী প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির বিরূদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধন, ২০১০) এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (সংশোধন, ২০১৫) এর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের টিম কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট।	পরিবেশ অধিদপ্তর	মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য/ পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	-
০৩.	আয়োজিত সভা/ সমাবেশ/ কর্মশালা/ উদযাপিত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস	পরিবেশ দূষণ রোধ কল্পে এবং পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত সভা/ সমাবেশ/ কর্মশালা/ উদযাপিত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস	পরিবেশ অধিদপ্তর	মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য/ পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	-
০৪.	চট্টগ্রাম মহানগরীর চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল প্রকার চিকিৎসা বর্জ্য-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক যথাসময়ে সভার আহবান, সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে যথাযথ দায়িত্ব পালন।	পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।	মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য/ পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	-

সংযোজিনী ৩: অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/ প্রত্যাশা	চাহিদা প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার, পুলিশ	পাহাড় কর্তন, নদী/ খাল ভরাট প্রতিরোধ	পাহাড় কর্তন, নদী/ খাল ভরাট বন্ধ করা	পাহাড় কর্তন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ	পাহাড় কর্তন করা হলে জীব বৈচিত্র ধ্বংস হবে । নদী/ খাল ভরাট করা হলে মিঠা পানির উৎস কমবে, মরূকরণ ত্বরানিত হবে এবং মৎস্য সম্পদ হারিয়ে যাবে।	প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।
শিল্প মন্ত্রণালয়/ শিল্প প্রতিষ্ঠান/ উদ্যোক্তা	সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে ইটিপি ও এটিপি স্থাপন	ইটিপি ও এটিপি কাভারেজ	পরিবেশগত বিধিবিধান পালনের প্রতিশ্রুতি ও মনোভাব	পরিবেশগত বিধিবিধান পালনে সচেষ্ট না থাকলে ইটিপি ও এটিপি স্থাপন তথা দূষণ নিয়ন্ত্রণ ত্বরান্বিত হবেনা।	শিল্প দূষণ বৃদ্ধি পাবে।
শিল্প মন্ত্রণালয়/ শিল্প প্রতিষ্ঠান/ উদ্যোক্তা	অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ এবং তা যথাসময়ে নবায়ন।	পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন	নিয়মিত পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন-এর আবেদন করতে হবে।	পরিবেশগত বিধিবিধান পালনে সচেষ্ট না থাকলে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন প্রদান ব্যাহত হবে।	পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাবে।
এনজিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও জনগন	পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার	অংশগ্রহণ ও প্রচারণা	পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য	পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ব্যাহত হবে এবং দূষণবৃদ্ধি পাবে।
চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ ডায়গনস্টিক ল্যাব	চট্টগ্রাম মহানগরীর চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।	চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ ডায়গনস্টিক ল্যাব-কে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের লাইসেন্স গ্রহণ।	চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল প্রকার চিকিৎসা বর্জ্য-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।	বিভিন্ন ধরণের রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবে।